তারিখ 20 FEB 2017
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

বামনায় পাঠদান বন্ধ রেখে শিশুদের দিয়ে খাল খনন

মো. মিজানুর রহমান টিপু, বামনা ●

বরগুনার বামনায় ১৬ নম্বর পূর্ব সফিপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সব কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীকে দিয়ে শ্রেণিকক্ষের পাঠদান বন্ধ রেখে সামাজিক কর্মকাণ্ডের অজুহাতে খালের মাটি খনন করায় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। গতকাল শনিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত জোর করে তাদের দিয়ে খালের মাটি খনন করানো হয়। শিশুরা যাতে পালাতে না পারে, এ জন্য শিক্ষকরা কঠোরভাবে পাহারা দেন।

কোমলমতি শিশুদের দিয়ে খাল খনন করানোর ঘটনায় শিক্ষার্থীদের অভিভাবক ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা ক্ষোভ এবং উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

গতকাল শনিবার সকাল সাড়ে ১১টায় পূর্ব সফিপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দেখা গেছে, সব শ্রেণিকক্ষের পাঠদান বন্ধ রয়েছে। বিদ্যালয় সংলগ্ন খালে কোমরসমান পানিতে ভিজে কয়েক শতাধিক কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীরা খালে মাটি খননের কাজ করছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ওই কাজে তাদের বাধ্য করতেও দেখা গেছে।

বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৪ ধারার ১ উপধারায় উল্লেখ আছে, 'সকল প্রকার জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধ। এই বিধান লঙ্ঘিত হইলে তাহা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।'

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আনোয়ার হোসেন জানান, তাদের বিদ্যালয়ের ফান্ডে টাকা না থাকায় বামনা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার অনুমতি নিয়ে শিক্ষার্থীদের দিয়ে স্বেচ্ছাশ্রমে বিদ্যালয়ের সম্মুখের মাঠ ভরাটের জন্য খালের মাটি খনন করা হচ্ছে।

বামনা উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা খোকন চন্দ্র মালাকার জানান, এ খাল খননের কাজে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আমারও অংশগ্রহণের কথা ছিল। এটি একটি সামাজিক স্বেচ্ছাশ্রম।

বামনা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. জাকির হোসেন বাচ্চু বলেন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অংশ হিসেবে বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাটের জন্য খাল খনন করার অনুমতি দিয়েছি। শিশুদের দিয়ে ওই মাঠ ভরাটের বিষয়ে তিনি বলেন, শিশুরা যেহেতু কোনো পারিশ্রমিক পাচ্ছে না– সেহেতু এ কাজ কোনো শিশুশ্রমের আওতাভুক্ত নয়, এটি স্বেচ্ছাশ্রম। শিশুদের হাতে-কলমে কাজ শেখানোর জন্যই ওই উদ্যোগ।

ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা বলেন, শিশুদের দিয়ে জোর করে মাটি কাটানোর কাজে অনুমতি দেওয়ার অধিকার ইউএনও বা শিক্ষা কর্মকর্তার নেই। জানা গেছে, ইউএনও এবং প্রধান শিক্ষকের সন্তানরা ওই স্কুলে পড়া লেখা করলেও তারা মাটি কাটায় অংশ নেয়নি।

বরগুনা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক, শিক্ষা ও আইসিটি) মো. নুরুজ্জামান বলেন, একটি প্রাথমিক মডেল বিদ্যালয়ে ওই কাজ করানো কখনোই সম্ভব নয়। বামনা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলব।